গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইসিটি ও ইনোভেশন শাখা
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
www.msw.gov.bd

২০১৯-২০ এর উদ্ভাবনী ডকুমেন্টেশন

সূচীপত্র:

ক্রম	উদ্ভাবনের নাম	বাস্তবায়নকারী: মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	পৃষ্ঠা
১	প্রতিবন্ধী স্কুলের অনলাইন আবেদন (প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠা, স্বীকৃতি এবং এমপিওভুক্তির আবেদন সহজীকরণ)	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২
২	অনলাইন ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	সমাজসেবা অধিদফতর	৩-৮
৩	মাসিক সমাজকল্যাণ বার্তাকে ইলেকট্রনিক বার্তায় (http://dssbulletin.gov.bd/) রুপান্তর	সমাজসেবা অধিদফতর	৯-১৩
৪	ফাইন্যান্সশিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	সমাজসেবা অধিদফতর	১৪-১৮
৫	থেরাপি সেবা তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (Therapy Service Information Management System)	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	১৯-২২

<u>মন্ত্রণালয়ের নাম:</u> সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

১। **উদ্ভাবনের শিরোনাম: প্রতিবন্ধী স্কুলের অনলাইন আবেদন**(প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠা, স্বীকৃতি এবং এমপিওভুক্তির আবেদন সহজীকরণ)

২। **পটভূমি:** দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত প্রতিবন্ধী স্কুলগুলো তাদের স্বীকৃতি/প্রতিষ্ঠা/এমপিও এর জন্য আবেদন করার জন্য অনেক কাগজপত্র সংযুক্ত করে ডাকযোগে অথবা দূরের গ্রাম এলাকা থেকে ঢাকায় এসে আবেদনপত্র জমা দিতে হয় যা অনেক সময় সাপেক্ষ, কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল। এত কষ্ট করে আবেদন সাবমিট করার পরও দিনের পর দিন সেই সকল আবেদন গুলো পড়ে থাকে; আলোর মুখ দেখেনা। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না কোন জেলা বা উপজেলা হতে কতটি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় আবেদন করেছেন তাদের স্বীকৃতি/প্রতিষ্ঠা/এমপিও এর জন্য।

<u>বিদ্যমান সমস্যা:</u> ১। আবেদন সঠিক কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত পৌঁছায় না

২। কাগজপত্রের নির্দিষ্ট তালিকা না পাওয়া

৩। রিমোট এলাকা থেকে আবেদন পৌঁছানো সময় সাপেক্ষ/কষ্টসাধ্য/ব্যয়বহুল

৪। আবেদনের সাথে অনেক কাগজপত্র সংযুক্ত করা

<u>কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল</u>

- আবেদন ফর্মের স্থানে শুধু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সংযুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়
- আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা থেকে মন্ত্রণালয়ে আবেদনপত্র পৌঁছানোর পরিবর্তে প্রসেসম্যাপ সহজ করে সরাসরি মন্ত্রণালয়ে আবেদন গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়
- শিক্ষার্থীদের সকল তথ্য দেওয়ার পরিবর্তে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর নাম, জন্মতারিখ, আইডি, প্রতিবন্ধীতার ধরণ ইত্যাতি তথ্য সম্বলিত তালিকার টপশীট দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়
- শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও তাদের জীবন বৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট ও অন্যান্য অধিক সংখ্যক কাগজপত্রের পরিবের্তে শুধুমাত্র নাম/জন্মতারিখ/যোগদানের তারিখ ও শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য সম্বলিত টপশীট দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

মন্ত্রণালয়ের নাম: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

অধিদফতর : সমাজসেবা অধিদফতর

১। উদ্ভাবনের শিরোনাম: অনলাইন ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

২। পটভূমি: কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি (নিচের বিষয়গুলোকে যথাসম্ভব অন্তর্ভুক্ত করে গল্প/ বর্ণনামূলক লেখা--৩০০ শব্দের মধ্যে)

(ক) পটভূমি:

সমাজকল্যাণ মন্ত্রালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতি গঠনমূলক অন্যতম একটি বৃহৎ অধিদপ্তর। এই অধিদফতরের আওতায় প্রায় ১৬ ক্যাটাগরির ১০৩২টি ইউনিট দপ্তর রয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ১২০০০ (বার হাজার) এর মধ্যে কর্মকর্তা প্রায় ১২৫০ (এক হাজার দুইশত পঞ্চাশ) জন। জাতীয় সমাজসেবা একাডেমিতে এই ১২৫০জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরো সহজ, স্বল্প সময়, স্বল্প খরচ এবং স্বল্প যাতায়াতে করার লক্ষ্যে এই উদ্ভাবনী উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে।

(খ) বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ:

১. প্রশিক্ষণ অবহিতকরণ

২. সুবিধামত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকা

৩. আবাসন ব্যবস্থাপনা

৪. প্রশিক্ষক / প্রশিক্ষণার্থী মূল্যায়ন

৫. প্রশিক্ষণ মডিউল / কোর্স গাইড লাইন

৬. বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত

(গ) অনুপ্রেরণার উৎস:

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি’র অধ্যক্ষ জনাব মো: সাফায়েত হোসেন তালুকদার মহোদয়কে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি প্রাথমিকভাবে উৎসাহিত করেন। পরবর্তীতে অধ্যক্ষ স্যারের সমন্বয়ে মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির মহোদয়ের নিকট পুরো বিষয়ের একটি প্রোটটাইপ উপস্থাপন করা হয়। তিনি উৎসাহিত করেন এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান স্বরূপ উদ্ভাবক হিসেবে জনাব মো: জহিরুল ইসলাম-কে একটি সনদ ও প্রণোদনা বাবদ ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) প্রদান করেন।

(ঘ) কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলো:

ঘ.১. সিস্টেমটিতে কি কি মেনু থাকবে তা নির্ধারণ করা হয়। মেনুগুলির সাব মেনু এবং প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ চিহ্নিতকরণ।

ঘ.২. সিস্টেমটির অংশিজন (একাডেমি'র অনুষদবর্গ, প্রশিক্ষনার্থী কর্মকর্তাদের সাথে চাহিদা নিরুপন শীর্ষক মতবিনিময়)

ঘ.৩. সিস্টেমটির ডোমেইন ডিজাইন এবং ডেভেলোপমেন্ট।

ঘ.৪. সিস্টেম ইউজার ট্রেনিং প্রদান।

ঘ.৪. সিস্টেমটির এক প্রশিক্ষণ বছর পাইলটিং (অনলাইন প্রশিক্ষণ বিজ্ঞপ্তিজারী, অনলাইন নিবন্ধন, হোস্টেল সিট এলোকেশন, অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সে মডিউল তৈরী, অনলাইন কোর্স সিডিউল বা ক্লাস রুটিন তৈরী, প্রশিক্ষক মূল্যায়ন এবং র‌্যাকিং নির্ধারণ ইত্যাদি)

ঘ.৫. পাইলটিং শেষে সিস্টেমটির কার্যকারিতা শীর্ষক বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপন।

ঘ.৬. সিস্টেমটিকে অভ্যন্তরিন ই-সেবা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান স্বরূপ সমাজসেবা অধিদফতর এবং জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র তথ্য বাতায়নে লিংক সংযোজন

(ঙ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিলো

সিস্টেমটি একটি ইন্টারনেট বেইজ সিস্টেম। সিস্টেমটি সুষ্ঠ ও সঠিকভাবে পরিচলনের জন্য ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি খুবই জরুরী। বিষয়টি নিরবিচ্ছিন্নভাবে বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক অনুমোদন নিয়ে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'তে ২০ এমবিপিএস স্পিডের ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ নেওয়া হয়। সিস্টেমটি রান করার জন্য সাময়িক একটি ডোমেইন ক্রয় করে (dss.nassbd.org) হোস্ট করা হয়। জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি বা সমাজসেবা অধিদফতরের নিজস্ব কোন আইটি পারসন না থাকায় সিস্টেমটির নিয়মিত মেইন্টেনেজ করা বর্তমান চ্যালেঞ্জ।

(চ) টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদি

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একটি বৃহৎ ও অধিক সুযোগ সম্বলিত সিস্টেম প্রস্তুত করা হচ্ছে যা সমাজসেবা অধিদফতরের অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানেও ব্যবহার করা হবে।

৩। পরিবর্তনের শুরুর কথা

(ক) অনলাইন ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করায় যে সুযোগ / সুবিধা সৃষ্টি হয় :

১. প্রশিক্ষণ বছরের শুরুতে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনলাইনে প্রকাশ করা যায় বিধায় সকল সুবিধাভোগী (১২৫০জন কর্মকর্তা) সে অনুসারে নিজ নিজ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন।

২. সুবিধাভোগী ১২৫০জন কর্মকর্তা তাদের সুবিধামত প্রশিক্ষণ ব্যাচে অনলাইনে নিবন্ধন করতে পারেন।

৩. প্রশিক্ষণ / দাপ্তরিক কোন কাজে ঢাকায় আসার পূর্বে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র আবাসিক সিটের বর্তমান অবস্থা জানতে পারেন এবং সে অনুযায়ী সিট বুকিং অনুরোধ কিংবা সিট না থাকলে অন্যত্র আবাসিক ব্যবস্থা করতে পারেন। ফলে একাডেমি'র কতৃর্পক্ষ বা কর্মকর্তা কাউকে বিব্রতকর অবস্থায় আর পড়তে হয় না।

৪. প্রশিক্ষণ ক্লাস শেষ হওয়া মাত্রই প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ প্রশিক্ষক মূল্যায়ন করতে পারেন। ফলে একাডেমি কর্তৃপক্ষ মুহুর্তেই প্রশিক্ষক পারফর্মেন্স সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

৫. প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ অনলাইনে প্রশিক্ষণ শুরুর পূর্বেই একটি প্লেসমেন্ট টেস্ট দিতে পারেন ফলে একাডেমি প্রশিক্ষণার্থীদের অবস্থান বিবেচনায় কোর্স মডিউল এবং সেশন ডিজাইন করতে পারেন।

৬. প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন যেমন কতজন (লিংগ/ কর্মকর্তা ক্যাটগরি/ পদবী ভিত্তিক) অংশগ্রহণ করলেন, কে কতক্ষণ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, কে কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, কার কি ধরণের প্রশিক্ষণ (জ্ঞান, সক্ষমতা এবং দক্ষতা) চাহিদা নিরুপন করা সম্ভব হচ্ছে।

(খ) কত ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তন এসেছে:

সুবিধাভোগী ১২৫০ জন কর্মকর্তার দৈনিন্দিন জীবন এবং পেশাজীবী জীবনে পরিবর্তন এসেছে।

(গ) সুদূর প্রসারী কি কি অবদান রাখবে?

বিদ্যমান ব্যবস্থায় অনেকেই যাতায়াত এবং বিভিন্ন কারণে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে অনাগ্রহী কিন্তু এই উদ্ভাবনী উদ্যোগটি অনলাইন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং ই-লার্নিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ বিষয়টিকে সহজ করে তুলছে বিধায় সরকার ঘোষিত প্রত্যাকজনের জন্য ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণে এই উদ্ভাবনী উদ্যোগটি অগ্রণী ভূমিকা রাখবে মর্মে প্রত্যাশা করছি।

(ঘ) পদ্ধতি/ সময়/ ভোগান্তি/ ব্যয়/ সেবার মানে কী কী পরিবর্তন এনেছে?

বিশ্লেষণে দেখা গেছে :

বিষয়	পূর্বে	বর্তমানে
নিবন্ধন সময়	০৩ ঘন্টা	১০ মিনিট
সময় অপচয় (১০দিনের কোর্সে)	০৫ ঘন্টা	০০
আবাসন ব্যবস্থাপনা	অনিশ্চিত	পরিকল্পিত
অতিরিক্ত ব্যয় (১০দিনের কোর্সে)	৫০০০/-	০০
প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত	০৫ দিন	০১ মিনিট
প্রশিক্ষণ ফলাফল প্রস্তুত	০১ দিন	০১ মিনিট

৪। উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি (২০০ শব্দের মধ্যে বিবরণ দিন)

উপকারভোগীদের অনুভূতি :

মো: আবুল কাশেম, সহকারী পরিচালক :
অনলাইন প্রশিক্ষণ সিস্টেমটি চালুর পূর্বে যখন যে কোর্সে কর্তৃপক্ষ মনোনয়ন প্রদান করতেন শুধু মাত্র সে কোর্সেই অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল । এতে অনেক সময় বিভিন্ন জটিল সমস্যা থাকলেও কিছু করার ছিল না। বর্তমানে পছন্দমত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছি সুবিধামত সময়ে। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনাটি এখন বেশ জনবান্ধন ।

মোবারক হোসেন, সমাজসেবা অফিসার :
প্রশিক্ষণ চাহিদা, প্রশিক্ষক মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণার্থীদের প্লসেমেন্ট টেস্ট, অনলাইন বিজ্ঞপ্তি, অনলাইন নিবন্ধন, হোস্টেল সিট বুকিং ইত্যাদি বিষয়াদি সংযুক্ত হওয়ায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি অনেক সহজিকরণসহ জনবান্ধন হয়েছে।

মো: আব্দুল হামিদ, উপপরিচালক:
সিস্টেমটির একটি মোবাইল এপ্লিকেশন তৈরী করা হলে আরো ভাল হবে। সিস্টেমটিতে লিখিত পরীক্ষা, এসাইনমেন্ট, ভিডিও টিউটেরিয়াল, অনলাইন ক্লাসের সুবিধাদি চালু করা যেতে পারে। সিস্টেমটিতে পোষ্ট ট্রেনিং ইভালুয়েশন মডিউল সংযোজন করা যেতে পারে। সিস্টেমটির সম্প্রসারণ করা হলে ভাল হবে।

৫। টিভিসি/গ্রাফ/ ইনফোগ্রাফিকস্/ ছবি/ভিডিও

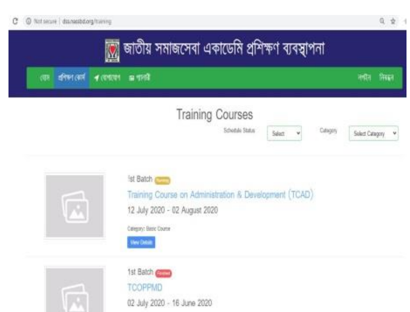

Not secure | dss.nassbd.org/login
জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা
এখানে লগইন করুন

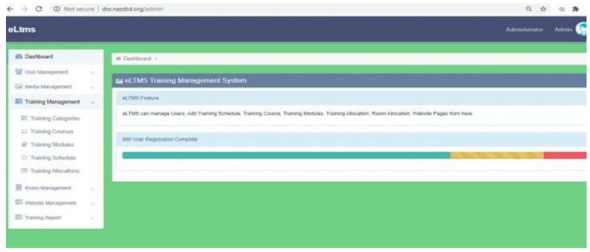

Not secure | dss.nassbd.org/admin
eLtms
Dashboard
User Management
Media Management
Training Management
Training Categories
Training Courses
Training Modules
Training Schedule
Training Allocations
Room Management
Website Management
Training Report
eLTMS Training Management System
eLTMS Feature
eLTMS can manage Users, Add Training Schedule, Training Course, Training Modules, Training Allocation, Room Allocation, Website Pages from here.

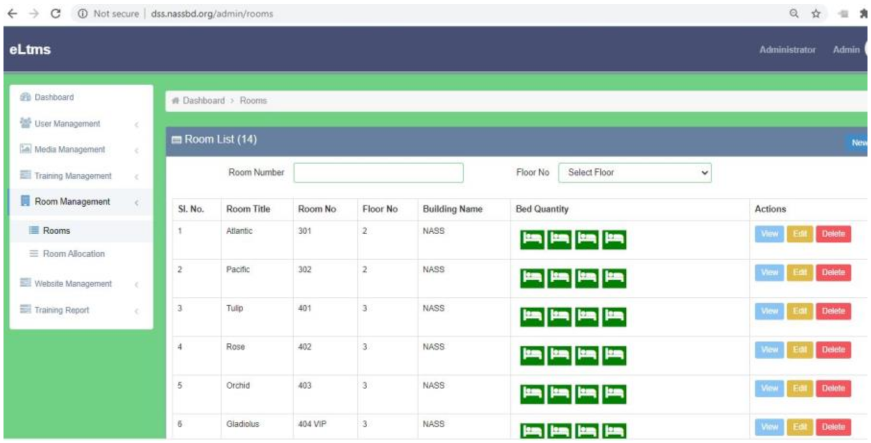

Not secure | dss.nassbd.org/admin/rooms
eLtms
Administrator
Admin
Dashboard
User Management
Media Management
Training Management
Room Management
Rooms
Room Allocation
Website Management
Training Report
Dashboard > Rooms
Room List (14)
Room Number
Floor No
Select Floor
Sl. No. | Room Title | Room No | Floor No | Building Name | Bed Quantity | Actions
1 | Atlantic | 301 | 2 | NASS | View Edit Delete
2 | Pacific | 302 | 2 | NASS | View Edit Delete
3 | Tulip | 401 | 3 | NASS | View Edit Delete
4 | Rose | 402 | 3 | NASS | View Edit Delete
5 | Orchid | 403 | 3 | NASS | View Edit Delete
6 | Gladiolus | 404 VIP | 3 | NASS | View Edit Delete

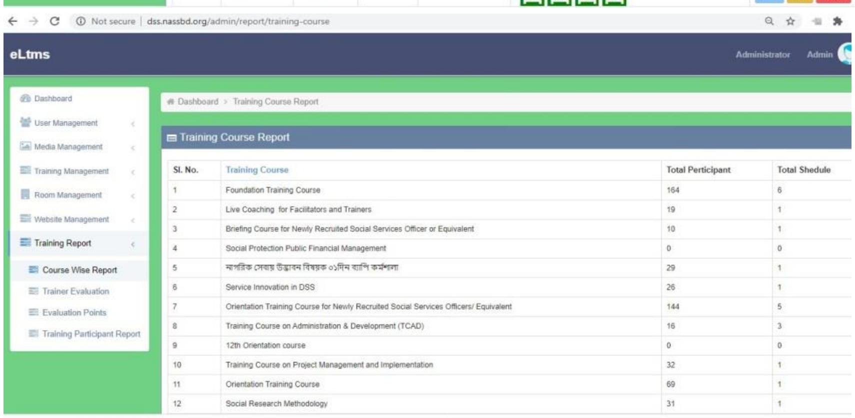

Not secure | dss.nassbd.org/admin/report/training-course
eLtms
Administrator
Admin
Dashboard
User Management
Media Management
Training Management
Room Management
Website Management
Training Report
Course Wise Report
Trainer Evaluation
Evaluation Points
Training Participant Report
Dashboard > Training Course Report
Training Course Report
Sl. No. | Training Course | Total Participant | Total Shedule
1 | Foundation Training Course | 164 | 6
2 | Live Coaching for Facilitators and Trainers | 19 | 1
3 | Briefing Course for Newly Recruited Social Services Officer or Equivalent | 10 | 1
4 | Social Protection Public Financial Management | 0 | 0
5 | নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক ০১দিন ব্যাপি কর্মশালা | 29 | 1
6 | Service Innovation in DSS | 26 | 1
7 | Orientation Training Course for Newly Recruited Social Services Officers/ Equivalent | 144 | 5
8 | Training Course on Administration & Development (TCAD) | 16 | 3
9 | 12th Orientation course | 0 | 0
10 | Training Course on Project Management and Implementation | 32 | 1
11 | Orientation Training Course | 69 | 1
12 | Social Research Methodology | 31 | 1

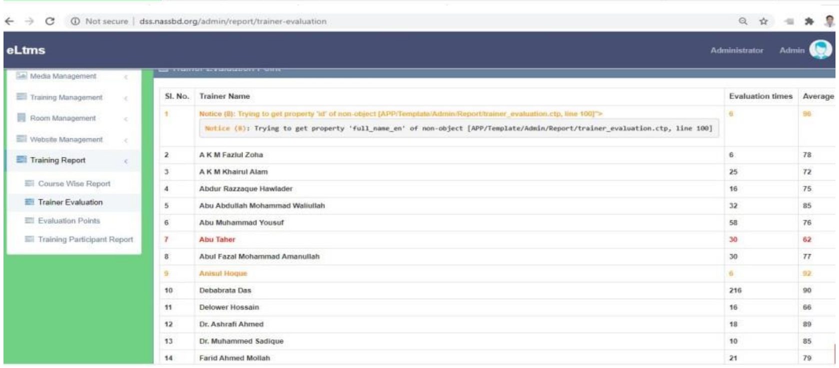

Not secure | dss.nassbd.org/admin/report/trainer-evaluation
eLtms
Administrator
Admin
Media Management
Training Management
Room Management
Website Management
Training Report
Course Wise Report
Trainer Evaluation
Evaluation Points
Training Participant Report
Sl. No. | Trainer Name | Evaluation times | Average
1 | Notice (8): Trying to get property 'id' of non-object [APP/Template/Admin/Report/trainer_evaluation.ctp, line 100]"> | 6 | 96
Notice (8): Trying to get property 'full_name_en' of non-object [APP/Template/Admin/Report/trainer_evaluation.ctp, line 100]
2 | A K M Fazlul Zoha | 6 | 78
3 | A K M Khairul Alam | 25 | 72
4 | Abdur Razzaque Hawlader | 16 | 75
5 | Abu Abdullah Mohammad Waliullah | 32 | 85
6 | Abu Muhammad Yousuf | 58 | 76
7 | Abu Taher | 30 | 62
8 | Abul Fazal Mohammad Amanullah | 30 | 77
9 | Anisul Hoque | 6 | 92
10 | Debabrata Das | 216 | 90
11 | Delower Hossain | 16 | 66
12 | Dr. Ashrafi Ahmed | 18 | 89
13 | Dr. Muhammed Sadique | 10 | 85
14 | Farid Ahmed Mollah | 21 | 79

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
মো: জহিরুল ইসলাম উপাধ্যক্ষ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি	
মো: মোশাররফ হোসেন সমাজসেবা অফিসার শহর সমাজসেবা কার্যালয়-৩, ঢাকা	

মন্ত্রণালয়ের নাম: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

অধিদফতর : সমাজসেবা অধিদফতর

১। উদ্ভাবনের শিরোনাম: মাসিক সমাজকল্যাণ বার্তাকে ইলেকট্রনিক বার্তায় (http://dssbulletin.gov.bd/) রুপান্তর

২। পটভূমি: কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি (নিচের বিষয়গুলোকে যথাসম্ভব অন্তর্ভুক্ত করে গল্প/ বর্ণনামূলক লেখা--৩০০ শব্দের মধ্যে)

(ক) পটভূমি:

সমাজসেবা অধিদফতর দেশের অন্যতম বৃহত্তম জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ শতকরা ৮০ জন লোক পল্লী এলাকায় বসবাস করে। দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে পল্লী জনগোষ্ঠীর অবস্থান নিম্ন পর্যায়ে বিরাজমান। তাছাড়া, শহর এলাকাও দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যাও কম নয়। এ সকল জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক তথা জীবনমান উন্নয়নের জন্য সমাজসেবা অধিদফতর দীর্ঘদিন যাবৎ বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতর পল্লী ও শহর এলাকার দুঃস্থ, দরিদ্র, অবহেলিত, অনগ্রসর ও সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন: ভূমিহীন কৃষক, বেকার যুবক-যুবতী, শিশু-কিশোর, এতিম, ভবঘুরে, বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা, প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন হিজড়া, বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের দারিদ্র্যবিমোচনসহ সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। তাছাড়া এ অধিদফতর শিশু, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

কিন্তু সরকার ঘোষিত এবং সৃষ্ট এসকল কার্যক্রমের কথা এবং সাফল্যগাঁথা দেশের বেশির ভাগ মানুষই জানেনা। বিধায় অনেকেই এর উপকার/ফলাফল থেকে বঞ্চিত। কিন্তু সার্বিক প্রকাশনা ও প্রচার কার্যক্রম এ অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে। বর্তমানে মাসিক সমাজকল্যাণ বার্তার মাধ্যমে কিছু মানুষের কাছে এ খবর পৌছানো হয়। মাসিক সমাজকল্যাণ বার্তাকে ইলেকট্রনিক বার্তায় (http://dssbulletin.gov.bd/) রুপান্তর করা গেলে এসকল কার্যক্রমের কথা এবং সাফল্যগাঁথা দেশ না বিশ্বব্যাপী জানানো সম্ভব।

(খ) বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ:

মাসিক সমাজকল্যাণ বার্তা প্রিন্টেড কপি (হার্ডকপি) বিধায় বেশি মানুষের কাছে পৌছানো সম্ভব নয়।

দেশব্যাপী কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অংশিজনরা এখানে সহসাই কন্ট্রিবিউটর (লিখতে) হতে পারে না।

একসাথে বসে কাজ করে এডিট করতে হয়।

প্রতিবার কম্পোজ, প্রেস, প্রিন্ট ও ডিসট্রিবিশনের জন্য অর্থ খরচ।

বহুল প্রচলিত মোবাইল ফোন, ট্যাব ও কম্পিউটারে পড়া সম্ভব নয়।

(গ) অনুপ্রেরণার উৎস:

ইনোভেশন টিম, সমাজসেবা অধিদফতর এর সিদ্ধান্ত।

(ঘ) কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলো:

ইনোভেশন টিম, সমাজসেবা অধিদফতর এর সিদ্ধান্ত, টিম গঠন, রিকয়েরমেন্ট এনালাইসিস, প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, বিজিনেস প্রসেস এনালাইসিস, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, পরীক্ষামূলক ব্যবহার ইত্যাদি।

(ঙ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিলো

রিকয়েরমেন্ট এনালাইসিস, প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, বিজিনেস প্রসেস এনালাইসিস, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ ইনোভেশন টিম এবং অধিদফতরের গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখার অভিজ্ঞ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অন্তরিক সহযোগিতায় মোকাবেলা করা হয়েছিল।

(চ) টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদি

অধিদফতরের গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখার মাধ্যমে সারা দেশের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রদান, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ইলেকট্রনিক বার্তায় (http://dssbulletin.gov.bd/) নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের প্রযোজ্য সমস্যা ও সাফল্যগাঁথা নিয়মিত প্রকাশের মাধ্যমে এটিকে ক্রমান্বয়ে টেকসইকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৩। পরিবর্তনের শুরুর কথা

মাসিক সমাজকল্যাণ বার্তা প্রিন্টেড কপি (হার্ডকপি) বদলে এখন এবং ইলেকট্রনিক বার্তায় (http://dssbulletin.gov.bd/) রুপান্তরিত। বিধায় এটি কার্যত সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য উন্মুক্ত।
দেশব্যাপী কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অংশিজনরা এখানে সহসাই কন্ট্রিবিউটর (লিখতে) করতে পারেন।
সকলই এখন সরকারের প্রতিটি অর্জনের কথা নিয়মিত লিখতে পারছেন।
এই করোনা মহামারির সময়ে সবাই লিখতে ও এডিট করতে পারছেন।
প্রতিবার কম্পোজ, প্রেস, প্রিন্ট ও ডিসট্রিবিশনের জন্য অর্থ খরচ হচ্ছে না তবে অনলাইনের সমান্য খরচ নির্ধারিত।
বহুল প্রচলিত মোবাইল ফোন, ট্যাব ও কম্পিউটারে পড়া সম্ভব।

(খ) কত ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তন এসেছে:

অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন সকল মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসবে। এটিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শ্রমঘন্টার সাশ্রয় হবে।

(গ) সুদূর প্রসারী কি কি অবদান রাখবে?

সরকারি তথা অধিদফতরের কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধিসহ উন্নতমানের সেবা প্রদানের পথ সুগম হবে।

(ঘ) পদ্ধতি/ সময়/ ভোগান্তি/ ব্যয়/ সেবার মানে কী কী পরিবর্তন এনেছে?

দ্রুত সেবা প্রদান সম্ভব। সরকারি অফিস সম্পর্কে ইতিবাচক ধারনা তৈরীতে এ ইনোভেশন কার্যকর ভূমিকা রাখবে। কার্যকর পরিষেবায় সেবা গ্রহীতার পরিতৃপ্তি নিশ্চিত করতে অনন্য ভূমিকা রাখছে।

৪। উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি (২০০ শব্দের মধ্যে বিবরণ দিন)

সরকার এতো কাজ করছে আমরা আগে জানতাম না; আমাদের জন্য এ সুযোগ-সুবিধা সমাজসেবা অধিদফতরের আছে আমরা আগে জানতাম না- এই হলো উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি।

সমাজসেবা কার্যালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অনুভূতি: দ্রুতই ICT ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রমঘন্টার সাশ্রয় ঘটিয়ে একই অনলাইন প্লাটফর্মে ইলেকট্রনিক বার্তা (পূর্বের মাসিক পত্রিকা) প্রকাশ করা সম্ভব। এটি আর মাসিক নয় প্রতিসেকেন্ডের একটি পত্রিকা। যার পাঠক সারা বিশ্ব।

৫। টিভিসি/গ্রাফ/ ইনফোগ্রাফিকস্/ ছবি/ভিডিও

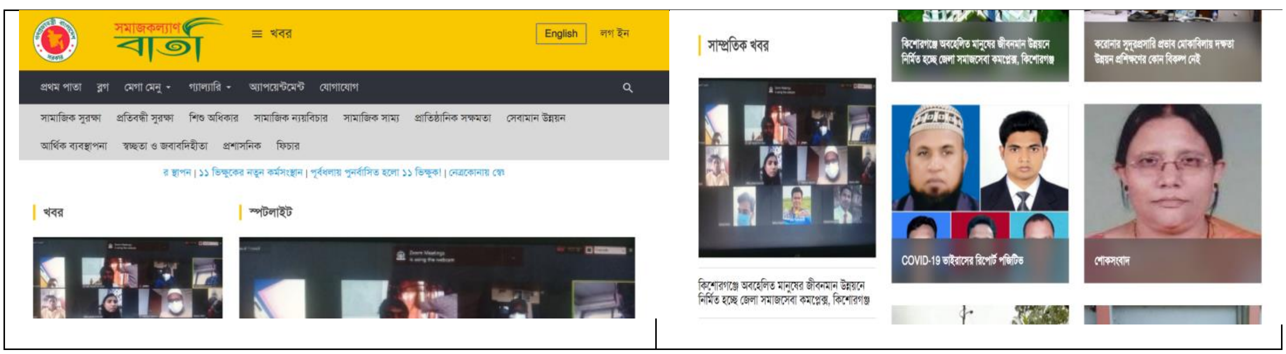

Zahirul Islam shared a link. Visual storyteller · 22 August 2019 বিজ্ঞপ্তি: কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বাছাই শেষ সময় : দুপুর ১২ টা তাং ২৫/০৮/২০১৯ *** আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, মহাপরিচালক Gazi Kabir sir এর উৎসাহ ও দিকনির্দেশনা অনুসারে উপপরিচালক (প্রকাশনা) ও ইনোভেশন অফিসার Sazzad Ranga sir এর তত্ত্বাবধানে ইনোভেশন টিমের সদস্য Jahangir Kabir এর আন্তরিক সহযোগিতায় ইনোভেশন টিমের ব্যবস্থাপনায় সমাজসেবা অধিদফতরের সমাজকল্যাণ বার্তা'র অনলাইন ভার্সন dssbulletin.gov.bd প্রস্তুত করা হয়েছে। অনলাইন বার্তাটির ইউজার এক্সেপ্টেন্স টেস্ট শীর্ষক দিনব্যাপী একটি কর্মশালা আগামী ২৭ আগস্ট ২০১৯ সমাজসেবা অধিদফতরের মধুমতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে। অংশগ্রহণে আগ্রহী উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক এবং সমাজসেবা কর্মকর্তাকে অর্থাৎ ৯ম গ্রেড বা তদূর্ধ কর্মকর্তাবৃন্দ অনুগ্রহপূর্বক কমেন্টে নাম, পদবী, কর্মস্থল, মোবাইল নম্বর (ব্যক্তিগত), ই-মেইল আইডি (ব্যক্তিগত) শেয়ার করার জন্য অনুরোধ করা হলো। DSSBULLETIN.GOV **dssbulletin.gov** You, Zahirul Islam, Zulfiker Haider and 68 others 44 comments Love Comment	**Monir Hossain** is with Mohammed Rezaur Rahman and 3 others. Moderator · 3 July at 21:59 #ডিএসএস_বুলেটিন #সমাজকল্যাণ_বার্তা দাপ্তরিক কার্যক্রমের বিভিন্ন সচিত্র সংবাদ সোশ্যাল মিডিয়ার পাশাপাশি পোস্ট করুন সমাজকল্যাণ বার্তার অফিসিয়াল সাইট dssbulletin.gov.bd এ। সমাজসেবা অধিদফতরে বেশিরভাগ অফিসিয়াল গ্রুপ ক্লোজড গ্রুপ হওয়ায় এখান থেকে সাধারণ নাগরিকের অফিসিয়াল কার্যক্রম সম্পর্কে জানার সুযোগ কম। তাই DSS Bulletin এর মাধ্যমে নিজ অফিসের কার্যক্রমের অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন যেমন করা সম্ভব হবে, তেমনি সাধারণ নাগরিকেরা সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কেও জানার সুযোগ পাবেন। সাইটটি ব্যবহারের জন্য মোটামুটি অপারেশনাল হলেও কিছু কিছু নতুন ফিচার যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ বিষয়ে ব্যবহারকারীরা প্রয়োজনে মতামত দিতে পারেন। স্ব স্ব অফিস প্রধানদের DSS Bulletin এর ইউজার আইডি তৈরির জন্য নিজের নাম, পদবী,ইমেইল এবং মোবাইল নম্বর কমেন্টে উল্লেখ করতে পারেন। http://dssbulletin.gov.bd/ DSSBULLETIN.GOV.BD **খবর | Dssbulletin** স্বত্ব সমাজসেবা অধিদফতর | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১৯-২০১৯ সম্পাদক ও প্রকাশক : ইনোভেশন টিম, সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা ... 171 282 comments Love

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
জনাব মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম উপপরিচালক (গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ) সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা। সেল #+৮৮০১৭১১ ৯৮৬৬১৭ dd.pub@dss.gov.bd	
জনাব জাহাঙ্গীর কবীর সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন-৩) সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা। সেল #+৮৮০১৭২৬২৬৯২২২ ad.plan3@dss.gov.bd	
জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম উপাধ্যক্ষ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি সেল # +৮৮০১৭১২০০২৪৩৮ ইমেইল: vp.nass@dss.gov.bd	
বেগম সোমা ইউসুফ গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা। সেল # +৮৮০১৭০৮ ৪১৪০৫০ ইমেইল: rpo.pub@dss.gov.bd	

৪	ফাইন্যান্সশিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

মন্ত্রণালয়ের নাম: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

অধিদফতর: সমাজসেবা অধিদফতর

১। **উদ্ভাবনের শিরোনাম: "ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেণ্ট সিস্টেম"**

২।**ক) পটভূমি:**

ডিজিটাল সমাজসেবা অধিদফতর বিনির্মাণের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর শুরু থেকেই তাঁর বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমসমূহ ডিজিটাইজড করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সমাজসেবা অধিদফতরের মাঠপর্যায়ের সকল ইউনিট অফিসসসমূহে দ্রুততর সময়ের মধ্যে বাজেট বরাদ্দ প্রেরণ এবং আর্থিক স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে বাজেট ব্যবস্থাপনার কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা প্রয়োজন বিধায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি সফটওয়ার সিস্টেম প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরেই অনুভুত হচ্ছিলো। সেই প্রেক্ষিতেই সমাজসেবা অধিদফতরের ইনোভেশন টিমের ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেণ্ট সিস্টেমটি যাত্রা শুরু করে।

(খ) বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ:

(ক) সমাজসেবা অধিদফতরের ১০৩২ টি অফিসের বাজেট তথা আর্থিক ব্যবস্থাপনা পূর্বে ম্যানুয়ালি নিস্পত্তি করা হতো। সঠিক সময়ে বদলি, চাহিদা, শ্রান্তি বিনোদন ও পিএলআরে গমন সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য না পাওয়ার কারণে সার্বিক বাজেট চাহিদা নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য ছিলো।

(খ) কোন কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হালনাগাদ তথ্য না থাকায় বেতনভাতাদিসহ অন্যান্য বাজেট বরাদ্দের সঠিক চাহিদা নিরূপণ সম্ভব হতো না।

(গ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীর হালনাগাদ তথ্যাবলী এবং কার্যালয়ের মৌলিক তথ্যাবলী সহজে খুঁজে পাওয়া যায় এমন প্লাটফর্ম না থাকার কারণে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হতো।

(গ) অনুপ্রেরণার উৎস:

আর্থিক বছরের শুরুতে মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহে বাজেট বরাদ্দ প্রেরণ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি ডিজিটাল সিস্টেম বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা থেকে সমাজসেবা অধিদফতরের "ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেণ্ট সিস্টেম" চালু করা হয়।

(ঘ) কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলো:

প্রথমেই অফিস কোড অনুযায়ী সমাজসেবা অধিদফতরের সকল মাঠপর্যায়ের অফিসসমুহকে অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে তথ্য প্রদানের জন্য ইউনিক আইডি ও পাসওয়ার্ড সরবরাহ করা হয়। পরবর্তীতে সকল কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ তাঁদের স্ব স্ব তথ্যাবলী এবং নিজ কার্যালয়ের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তীতে তথ্যগুলোর সন্নিবেশে একটি ডাটাবেজে রুপান্তর করা হয়।

(ঙ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিলো

সমাজসেবা অধিদফতরের নিয়মিত বাজেটের “সফটওয়ার” খাত হতে ব্যয় নির্বাহের মাধ্যমে এবং আইটি সল্যুশন এর কারিগরি সহায়তায় এই সিস্টেমটি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল।

(চ) টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদি

সেবাগ্রহীতার পরিতৃপ্তির জন্য কার্যকর পরিষেবা নিশ্চিতকরণে সিস্টেমটি নিয়মিত সমৃদ্ধ করা হচ্ছে। মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা অটোমেশনের লক্ষ্যে চাহিদা প্রস্তাব প্রেরণ এবং বদলি বা পদোন্নতির ক্ষেত্রে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর তথ্য হালনাগাদের সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও সিস্টেমটি বর্তমানে অস্থায়ী ডোমেইন থেকে পরিচালিত হচ্ছে। খুব শীঘ্রই এটি স্থায়ী একটি ডোমেইনে স্থানান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে।

৩। পরিবর্তনের শুরুর কথা

এই সিস্টেমটি তৈরীর করার পূর্বে ম্যানুয়ালি সমাজসেবা অধিদফতরের বাজেট বরাদ্দ মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহে প্রেরণ করা হতো এতে প্রচুর সময় ব্যয় হতো। এই উদ্যোগটি গ্রহণের পরে-

- সমাজসেবা অধিদফতরের মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ডিজিটাইজড করা সম্ভব হয়েছে;
- দ্রুততর সময়ে বিভিন্ন আর্থিক কোডে বাজেট বরাদ্দের প্রকৃত চাহিদা নিরূপণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মুল বেতনভাতাদির ওপর ভিত্তি করে আগামী ৩ বছরের সম্ভাব্য বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যাচ্ছে।
- মাঠপর্যায়ে কর্মরত জনবল এবং শুন্যপদের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।
- এছাড়াও স্ব স্ব কার্যালয়ের প্রাপ্ত বরাদ্দ ও আইবাস প্রতিবেদনসমূহ এই সিস্টেমে স্ব স্ব আইডি পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে লগইন করে দপ্তর প্রধানগণ সহজেই বর্তমানে দেখতে পারছেন।
- স্ব স্ব অফিস ব্যতীত অন্য কোন কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তথ্যাবলি এবং আইবাস রিপোর্ট জেনারেটের প্রয়োজন হলে সার্বজনীন আইডি ব্যবহার করে কর্মকর্তাগণ বর্তমানে খুব সহজেই বিভিন্ন ফরম্যাটে (এক্সেল,পিডিএফ,ওয়ার্ড) এতদসংক্রান্ত রিপোর্ট জেনারেট করতে পারছেন।

(খ) কত ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তন এসেছে?

এই ইনোভেশন উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে সমাজসেবা অধিদফতরে বর্তমানে কর্মরত ৯০৩৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন। পাশাপাশি বর্তমানে আইবাস++ সিস্টেম প্রবর্তনের কারণে বর্তমানে বিভিন্ন কোডে চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান ও এন্ট্রিকরণের প্রয়োজনীয় রয়েছে। এই অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা সিস্টেমটি এক্ষেত্রে সহায়ক ভুমিকা পালন করছে।

(গ) সুদূর প্রসারী কি কি অবদান রাখবে?

ফাইন্যান্সিয়াল ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সফটওয়ারটি ভবিষ্যতে সমাজসেবা অধিদফতরের আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অটোমেশন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা দ্রুততর করতে সহায়তা করবে।

(ঘ) পদ্ধতি/ সময়/ ভোগান্তি/ ব্যয়/ সেবার মানে কী কী পরিবর্তন এনেছে?

	বরাদ্দ প্রদানে প্রয়োজনীয় সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৪-৫ মাস	ম্যানুয়ালি চাহিদা প্রস্তুতে আনুসঙ্গিক ব্যয় হতো।	ডাকযোগে বাজেট চাহিদা প্রেরণ করা হতো
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	০১ মাস	নাই	নাই
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	৩-৪ মাস	নাই	কোন যাতায়াত করার প্রয়োজন নাই।
	আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বরাদ্দ প্রদান ও বাজেট চাহিদা নিরুপনে প্রচুর সময় ও শ্রম ব্যয় হতো যা বর্তমানে অতি দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।		

৪। উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভুতি

জনাব শাহিনুর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী জানান যে, পূর্বে ম্যানুয়ালি হার্ডকপিতে কার্যালয়ের বরাদ্দ চাহিদা প্রদান করতে হতো। কোন কারণে কোন সংশোধিত চাহিদা দেয়ার প্রয়োজন হলে পুনরায় সেই বাজেট চাহিদাটি প্রেরণ করতে হতো। এতে প্রচুর সময় ব্যয় হতো। এছাড়াও পূর্বে অর্থবছরের ৪/৫ মাস পরে বরাদ্দ পাওয়া

গেলেও বর্তমানে তাঁর অনেক আগেই চাহিত বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন ভাতাদিসহ অন্যান্য সুবিধাদি যথাসময়ে নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

৫। টিভিসি/গ্রাফ/ ইনফোগ্রাফিকস্/ ছবি/ভিডিও:

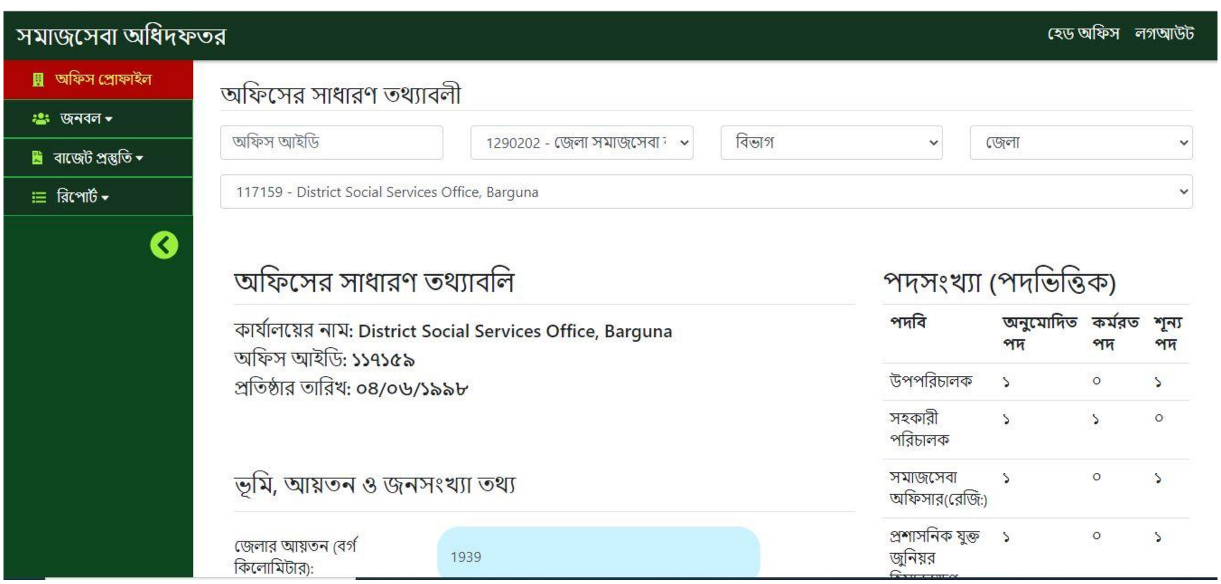

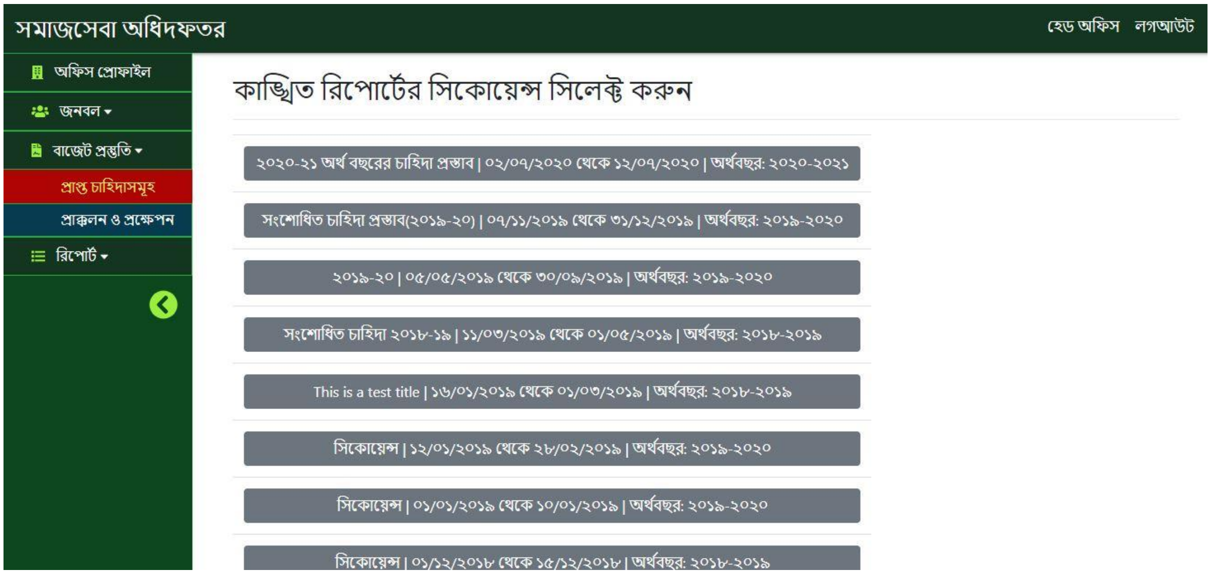

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম:

মেণ্টর	
নাম	মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম
পদবী	উপপরিচালক (গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা)
দপ্তর	সমাজসেবা অধিদফতর
ঠিকানা	ই-৮/বি-১, শের-এ-বাংলা নগর, আগারগাঁও,ঢাকা
মোবাইল	০১৭০৮৪১৪০১১

উদ্ভাবক	
নাম	মোহাম্মদ রেজাউর রহমান
পদবি	সহকারী পরিচালক (অর্থ)
দপ্তর	সমাজসেবা অধিদফতর
ঠিকানা	ই-৮/বি-১, শের-এ-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
মোবাইল	০১৭০৮৪১৪০২৫

মন্ত্রণালয়ের নাম: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

অধিদফতর/সংস্থা**:** জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

১। উদ্ভাবনের শিরোনাম: থেরাপি সেবা তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (**Therapy Service Information Management System**)

২। পটভূমি:

(ক) পটভূমি:

সমাজকল্যাণ মন্ত্রালয়াধীন জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল শ্রোতধারায় আনায়নের নিমিত্ত একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আওতায় বর্তমানে সারাদেশে ১০৩ টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র ও ৩২ টি মোবাইল থেরাপি ভ্যান রয়েছে। এ সকল প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র এবং মোবাইল থেরাপি ভ্যান দ্বারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের বিনামুল্যে বিভিন্ন ধরণের থেরাপিউটিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

থেরাপি সেবা প্রদানের তথ্যাদি সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবস্থাপনাকে উন্নতকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের অংশ হিসেবে থেরাপি সার্ভিস ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নামে একটি এ্যাপ তৈরী করা হয়েছে, যা বর্তমানে পাইলটিং/যাচাই পর্যায়ে রয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের মুলত: ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, স্পীচ এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি, কাউন্সিলিং, শ্রবণ ও দৃষ্টি পরীক্ষা করা হয়। এসকল সেবা ছাড়াও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে বিভিন্ন প্রকার সহায়ক উপরকণ সরবরাহ করা হয়।

বিদ্যমান সেবা প্রদান কার্যক্রম ও তথ্য সংরক্ষণ ম্যানুয়াল সিস্টেমে (রেজিস্টার বহিঃ এর মাধ্যমে) ব্যবস্থাপনা করা হয়। ফলশ্রুতিতে সেবা গ্রহীতা ও সেবা দাতাগণ কে তথ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে জঠিলতায় পড়তে হয় এবং কালক্ষেপন হয়। এ্যাপস সম্পূর্ণরূপে চালু করা গেলে তথ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, সরবরাহ সহজ ও সময় সাশ্রয়ী হবে এবং সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

(খ) বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ:

১০৩ টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র ও ৩২ টি মোবাইল থেরাপি ভ্যান এর বিভিন্ন ধরণের থেরাপিউটিক থেরাপি সেবা প্রদানের তথ্যাদি সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়ালি সম্পাদন করা হচ্ছে। ম্যানুয়াল ব্যবস্থাপনায় নিম্নোক্ত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়ঃ

- রিপোর্ট/সেবাতথ্য প্রস্তুতকরণ ও সরবরাহকরণ;
- রিপোর্ট/সেবাতথ্য সংরক্ষণ ;

- রিপোর্ট/সেবাতথ্য মনিটরিং কার্যক্রমের সঠিকতা যাচাই করন;
- রিপোর্ট/সেবাতথ্য এর সেবা প্রদানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ;

(গ) অনুপ্রেরণার উৎস: ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া/পদক্ষেপ থেকে অনুপ্রেরণা পাওয়া গেছে।

(ঘ) কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলো :

১০৩ টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র ও ৩২ টি মোবাইল থেরাপি ভ্যান কর্তৃক প্রদানকৃত বিভিন্ন সেবা তথ্যের রিপোর্ট প্রতিমাসে নির্ধারিত সময় (প্রতি মাসের ০৫ তারিখ) এর মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে এর প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হয়। এই সিস্টেমটি ডেভলপ করার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপলব্ধি করায় প্রথমত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ইনোভেশন কার্যক্রম "Treatment, Education & Management System of ASD People" এর একটি অতিরিক্ত মডিউল হিসেবে এতে যুক্ত করার অনুরোধ করা হয়। সিস্টেমটির অদ্যাবধি বাস্তবায়িত হয়নি এবং প্রস্তাবিত মডিউলটি যুক্ত করে বাস্তবায়নের গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়নি।

এরপরে গত ১১-১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ ২ (দুই) দিনব্যপী "ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ ২০২১" কর্মশালায় ফাউন্ডেশন হতে এই সেবাটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় উক্ত সিস্টেমটি দ্বারা কার্যসম্পাদনের সুবিধার কথা চিন্তা করে তা বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

(ঙ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করা হয়ে ছিলো

(১) তথ্য সরবরাহ ম্যনুয়াল পদ্ধতি হতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্থানানন্তরে অভ্যস্ত হওয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

(২) মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে নিরবিছিন্ন ইন্টারনেট সুবিধা চালু থাকা।

(চ) টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদি

তথ্য সরবরাহ ও সংরক্ষনের জন্য ওয়েব এপ্লিকেশনটি ব্যবহারের নিমিত্ত মাঠপর্যায়ের সকল (১০৩) টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন হতে একটি লিখিত নির্দেশনা জারি করা হবে।

৩। পরিবর্তনের শুরুর কথা

মাঠ পর্যায়ের প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র হতে যে সকল থেরাপিউটিক সেবা প্রদান করা হয় সে সকল তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহের জঠিলতা নিরসনকল্পে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় এ বিষয়ে একটি অনলাইন সার্ভিস চালুর কথা চিন্তা থেকে এ ওয়েব এপ্লিকেশনটি তৈরী করা হয়।

(খ) কত ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তন এসেছে:

মাঠ পর্যায়ের ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে বর্নিত ওয়েব এপ্লিকেশনটি ব্যবহারের ফলে সময় ও পরিশ্রম হ্রাস পেয়েছে।

(গ) সুদূর প্রসারী কি কি অবদান রাখবে?

প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র সম্প্রসারণের সাথে সাথে এ ওয়েব এপ্লিকেশনটির ব্যবহার সম্প্রসারণ করা হবে এবং এটি মোবাইল এ্যাপসেও রুপান্তর করা হবে।

(ঘ) পদ্ধতি/সময়/ ভোগান্তি/ ব্যয়/ সেবার মানে কী কী পরিবর্তন এনেছে?

- সিস্টেমটি সম্পুর্ণরুপে বাস্তবায়ন হলে রিপোর্ট/সেবাতথ্য সংরক্ষণ, আদান প্রদান ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সহজতর হবে এবং সময় কম লাগবে;
- ভোগান্তি হ্রাস পাবে;
- রিপোর্ট/সেবাতথ্য মনিটরিং কার্যক্রমের সঠিকতা যাচাইকরন সম্ভব হবে;
- রিপোর্ট/সেবাতথ্য এর সেবা প্রদানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাবে;

৪। উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি (২০০ শব্দের মধ্যে বিবরণ দিন**)**

উপকারভোগীদের অনুভূতি :

প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কার্যালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অনুভূতি :

৫। টিভিসি/গ্রাফ/ ইনফোগ্রাফিকস্/ ছবি/ভিডিও

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
ক) মো. হামিদুল হক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। খ) অতীন কুমার কুন্ডু, উপপরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ), জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন।	গ্রুপ ছবি

গ) এস এম জাহিদুল হাসান, উপপরিচালক (উন্নয়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি), জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। ঘ) মোঃ সেলিম হোসেন, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। ঙ) দুলাল চন্দ্র বর্মন ,প্রোগ্রামার, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন।	